বিবিসির সুপরিচিত উপস্থাপক কমলা ডুমর আর নেই

বিবিসি ওয়ার্ল্ডের সুপরিচিত টেলিভিশন উপস্থাপক কমলা ডুমর (৪১) যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নিজের বাসায় গত শনিবার আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঘানায় জন্মগ্রহণকারী এই সাংবাদিক বিবিসি ওয়ার্ল্ড নিউজ এবং এই চ্যানেলের 'ফোকাস অন আফ্রিকা' অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতেন।

ঘানার সবচেয়ে পরিচিত সাংবাদিকদের একজন ডুমর ২০০৭ সালে বিবিসিতে একজন বেতার ঘোষক হিসেবে যোগ দেন। হৃদরোগই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিবিসি বিশ্ব সংবাদ বিভাগের পরিচালক পিটার হরোকস বলেন, 'ডুমর ছিলেন আফ্রিকার সাংবাদিকতার অগ্রদূত। তিনি আফ্রিকার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে দায়বদ্ধ ছিলেন।' বিবিসি।

২০১৩ সালে রেকর্ড সংখ্যক ৬৭ লাখ দর্শনার্থীর ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন

২০১৩ সালে রেকর্ড সংখ্যক ৬৭ লাখ দর্শনার্থী বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেছেন। এর আগের বছরের তুলনায় এ সংখ্যা ২০ শতাংশ বেশী। গত ২০০৮ সালে এই রেকর্ড ছিলো ৬০ লাখ।

গত বছরের ১৬ আগষ্ট ছিলো ব্রিটিশ জাদুঘরের জন্য সবচেয়ে ব্যস্ত দিন। ঐদিন প্রায় ৩৪ হাজার লোক জাদুঘর পরিদর্শন করেন। আর সবচেয়ে ব্যস্ত মাস ছিলো জুলাই। ঐ মাসে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিলো প্রায় সাড়ে ৭ লাখ।

জাদুঘরে জনপ্রিয় প্রদর্শনীর মধ্যে ছিলো 'পম্পেই' শীর্ষক প্রদর্শনী। এটা চলে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এছাড়া ছিলো 'আইস এইজ আর্ট' এবং 'শৃঙা'।

'লাইফ এন্ড ডেথ ইন পম্পেই এন্ড হারকুলেনিয়াম' প্রদর্শনীটি দেখেন ৪ লাখ ৭১ হাজার দর্শক। ৬ মাস ধরে চলে এই প্রদর্শনী। এটা মার্চে শুরুর আগেই ৪৫ হাজার ৬শ' টিকেট আগাম বুক হয়ে যায়। এই আগাম টিকেট বিক্রির ঘটনা ২০০৭ সালে 'দ্য ফার্স্ট এমপারায়ঃ চায়নাজ টেরাকোটা আর্মি' শীর্ষক প্রদর্শনীতে বিক্রির পর সবচেয়ে বেশী। এতে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পম্পেইয়ের উপর নির্মিত প্রথম জীবন্ত চলচ্চিত্র ও এতে প্রদর্শিত হয়।

এই চলচ্চিত্রটি যুক্তরাজ্যে ২৮১ টি ভেন্যুতে প্রদর্শিত হয় এবং প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার স্কুল শিক্ষার্থী সহ প্রায় ৫৪ হাজার দর্শক এটা উপভোগ করেন। এ পর্যন্ত চলচ্চিত্রটি বিশ্বের অর্ধ শতাধিক দেশের ১ হাজারেরও বেশী সিনেমা হলে প্রদর্শিত হয়েছে।। ৩৬ হাজার দর্শক এটা দেখেছেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পরিচালক নেইল ম্যাকগ্রেগর বলেন, আমি আনন্দিত যে এতো বিপুল সংখ্যক লোক গত বছর ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেছেন।

উক্ত পম্পেই প্রদর্শনীটি জাদুঘরের ইতিহাসের তৃতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রদর্শনী। ১৯৭২ সালে 'তুতেন খামেন' শীর্ষক প্রদর্শনীতে ১৬ লাখ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। টেরাকোটা আর্মিতে দর্শনার্থী ছিলো সাড়ে ৮ লাখ। 'সুঙা ঃ সেক্স এন্ড পেজার ইন জাপানীজ আর্ট' তিন মাসে আকর্ষণ করে ৪৭ হাজার ৮৯৩ জন দর্শক। এটা ২০১৪ সালের জানুয়ারীতে সমাপ্ত হয়। অপরদিকে 'আইস এইজ আর্ট' শেষ হয় গত বছর জুনে, যা ৯০ হাজারেরও বেশী দর্শক আকৃষ্ট করে।

এছাড়া মিউজিয়াম চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের ৩৪০ টি সিনেমা হলে 'ভাইকিংস লিভ' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করে। আগামী জুনে 'ভাইকিংস এডভেঞ্চার' প্রদর্শিত হবে। এগুলো এর অংশ। 'ভাইকিংস ঃ লাইফ এন্ড লেজেন্ড' শীর্ষক প্রদর্শনী ২০১৪ সালের ৬ মার্চ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত চলবে।

ব্রিটেনে প্রতিরক্ষা খাতে ২ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত

ব্রিটেন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগের পাশাপাশি ২০২০ সালের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর ৩০ হাজার সদস্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সদস্য সংখ্যা কর্তনের ফলে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়াবে পৌণে ২ লাখের চেয়ে কিছু বেশী। তবে সেনা সংখ্যা কর্তনের এই সিদ্ধান্তে ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ ও ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস বলেন, ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস দেশটির সামরিক অবস্থানকে ক্ষুন্ন করবে। অবশ্য এর জবাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন, ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা বাজেট বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ বাজেট এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রথম শ্রেণীর ভূমিকা রয়েছে।

গেটসের বক্তব্য হচ্ছে, ব্রিটেনের ক্ষমতার ক্ষুন্নকরণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি 'পূর্ণ অংশীদার' হওয়ার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা হ্রাস করবে। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের হ্রাসের অর্থ হচ্ছে এর আর পূর্ণ মাত্রার ক্ষমতা থাকবে না অর্থাৎ দেশটির জলস্থল ও আকাশে লড়াই করার ক্ষমতা থাকবে না, যা আগে ছিলো।

ক্যামেরন গেটসের এ ধরনের মন্তব্যকে ভুল আখ্যায়িত করে বলেন, ব্রিটেন তার 'ভবিষ্যত ক্ষমতায়' বিনিয়োগ করছে।

তিনি বলেন, সরঞ্জামের ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার এক বিশাল বিনিয়োগ কর্মসূচি রয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, আমরা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর এবং আমি যতদিন প্রধানমন্ত্রী আছি ততোদিন তা বজায় থাকবে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, ব্রিটেনকে যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে মার্কিন সুসজ্জিত বাহিনীর ন্যায় সবচেয়ে প্রশিক্ষিত ও সেরা ব্রিটিশ বাহিনী থাকবে।

সাবেক বুশ সরকারের কর্মকর্তা ও ওবামা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী রবার্ট গেটসের মতে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীতে কর্তন ক্ষতিকর হতে পারে কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম ব্রিটেনের কোন বিমানবাহী জাহাজ থাকছে না।

তিনি ব্রিটেনকে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারেও সতর্ক করে দেন, তবে স্বীকার করেন যে, প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার সুযোগ রয়েছে।

ব্রিটিশ লেবার পার্টির পরিকল্পনা বেকারদের গণিত ও ইংরেজী পরীক্ষা দিতে হবে

ব্রিটেনে মৌলিক দক্ষতা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে বেকার ব্যক্তিদের বেকার ভাতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। লেবার পার্টি ক্ষমতায় গেলে বেকারত্ব প্রতিরোধে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে। সম্প্রতি দেশটির ছায়া কর্ম ও পেনশন বিষয়ক মন্ত্রী র্যাচেল রীভস দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে এ কথা বলেছেন।

সাক্ষাতকারে তিনি ইংরেজী, গণিত ও কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষার পূর্বে তিন বছর পর্যন্ত ভাতা গ্রহণ বন্ধ করতে এই কঠোর পদক্ষেপের কথা প্রকাশ করেন।

লেবার পাটির্র এ ধরনের পরীক্ষা চাকুরী অনুসন্ধানকারীর ভাতা (জেএসএ) দাবীর ৬ সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে 'নীটস' সমস্যা মোকাবেলা করা যাবে–যা ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী ১০ লাখ শিক্ষা, চাকুরী কিংবা প্রশিক্ষণ গ্রহণ না কারী ব্যক্তিদের সাথে সংশিষ্ট অনেকেই আর স্কুল থেকে ভাতায় গমন করতে পারবে না। এই টেস্ট বা পরীক্ষা নতুন বয়স্ক বেকারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

মিস রীভস্ বলেন, যে সব লোক যথেষ্ট চেষ্টা করছে না এবং কাজ পাবার কিংবা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে নারাজ, তাদের ভাতা বন্ধ করে দেয়া সঠিক কাজ।

তিনি আরো বলেন, যদি কারোর এ ধরনের মৌলিক দক্ষতা না থাকে, তবে তাকে চাকুরী পেতে স্বাভাকিভাবেই বেগ পেতে হবে। যদি লোকজন ৬ মাস কাজ থেকে দূরে থাকে, তবে তাদের ব্যাপারে নিয়োগকারীদের আগ্রহ থাকে না। স্বল্প মেয়াদের বেকারত্ব দ্রুতই দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্বে এবং এরপর তা আজীবন বেকারত্বে পরিণত হতে পারে। ছায়া কর্ম ও পেনশন মন্ত্রী কাজের রেকর্ড আছে এমন লোকজনকে প্রাথমিক ভাবে একটি উচ্চ হারের জব সীকার্স এলাউন্স বা চাকুরী সন্ধানকারীর ভাতা প্রদানের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যে সব লোক দীর্ঘ সময় চাকুরী করেছে, চাকুরী হারালে তারা একটু বেশী সহায়তা পাওয়া উচিত।' তিনি বর্তমান সরকারের আওতাধীন 'পার্ট টাইম ব্রিটেন' অর্থাৎ খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যাপারে কস্ট অব ফেইলর বা 'ব্যর্থতার খেসারতে'র কঠোর সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, যারা পূর্ণ সময় চাকুরী করতে চায় এমন প্রায় ১৫ লাখ খন্ডকালীন (পার্ট টাইম) শ্রমিক কর্মচারীর জন্য করদাতাদের বার্ষিক ৪৭০ কোটি পাউন্ড গচ্ছা দিতে হচ্ছে। লেবার পার্টির বিশেষণ অনুসারে ৩০০ কোটি কর ও জাতীয় বীমা পরিশোধে, ১৮০ কোটি ট্যাক্স ক্রেডিট এবং ১৮০ কোটি পাউন্ড হাউজিং বা আবাসন ভাতায় গচ্ছা দিতে হচ্ছে।